শৈলকুপায় দলিল লেখক শাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.শাহাবুদ্দিন সাবুর বিরুদ্ধে নানান জালিয়াতি, সিন্ডিকেট বাণিজ্য ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ উঠেছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অফিসের কর্মকর্তা- কর্মচারী,সাধারণ দলিল লেখক এবং নিরীহঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো.শাহাবুদ্দিন সাবুর বিরুদ্ধে নানান জালিয়াতি, সেবাগ্রহীতাদের জিম্মি করছেন বলে সম্প্রতি নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক (আইজিআর) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগের অনুলিপি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী,ঝিনাইদহ জেলা রেজিস্ট্রার এবং শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রারকেও পাঠানো হয়েছে।

অভিযোগকারী মো. মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়,শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের ১৫৯ নম্বর লাইসেন্সধারী দলিল লেখক ও পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাহাবুদ্দিন সাবু তার রাজনৈতিক পরিচয়কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে শৈলকুপা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্বাভাবিক কার্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছেন। তার কোনো অনৈতিক নির্দেশ অমান্য করলেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের লাঞ্ছিত ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এমনকি সম্প্রতি নতুন যোগদান করা ভারপ্রাপ্ত সাব-রেজিস্ট্রারের সাথেও তিনি চরম অসদাচরণ করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়েছে,বর্তমানে স্থানীয় দলিল লেখক সমিতির কোনো বৈধ কমিটি না থাকলেও ওই লেখকের একক ইশারায় চলছে একটি অবৈধ সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে প্রতিটি দলিল থেকে সমিতির নামে অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকা কমিশন আদায় করা হচ্ছে। শাহাবুদ্দিন সাবুর এই সিন্ডিকেটের কারণে অন্য দলিল লেখকরা তটস্থ থাকেন এবং কেউ এর প্রতিবাদ করতে সাহস পান না বলেও অভিযোগে তুলে

ধরা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি একটি শরিকানা জমির ওপর আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা ও মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও দলিল লেখক মো.শাহাবুদ্দিন সাবু তার পেশিশক্তি ও বিপুল অঙ্কের অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন।

এদিকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক দলিল লেখক বলেন,‘অভিযুক্ত শাহাবুদ্দিনের তৈরি করা নিয়মের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানষের পক্ষে সহজে দলিল সম্পাদন করা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। এর ফলে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা যেমন হয়রানির শিকার হচ্ছেন,তেমনি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় সরকারের রাজস্ব আহরণেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অফিসের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সাধারণ মানষের দুর্ভোগ লাঘবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।’

অভিযোগকারী মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন,‘আমি শৈলকুপার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আর অফিসের অরাজকতা দেখেই আমি এই অভিযোগটি দিয়েছি। যেহেতু অভিযুক্ত দলিল লেখকের রাজনৈতিক প্রভাব ও বড় একটি সিন্ডিকেট রয়েছে,তাই নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি অভিযোগে আমার বিস্তারিত পরিচয় ও স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ করিনি। তবে আমি চাই এই অনিয়ম বন্ধ হোক এবং অফিসের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক।’

এ বিষয়ে জানতে দলিল লেখক মো. শাহাবুদ্দিন সাবুর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,‘আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দপ্তরে যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তার কোন সত্যতা নেই। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে একটি মহল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে।’

ঝিনাইদহ জেলা রেজিস্ট্রার সাব্বির আহমেদ বলেন,এবিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।’

কুষ্টিয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২০

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত কয়েকজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার উজানগ্রাম ও গজনবীপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষের সময় কমপক্ষে ৩০টি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার উজানগ্রাম ও গজনবীপুরসহ ছয়টি গ্রাম মিলিয়ে দুটি গোষ্ঠী রয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রথমে গজনবীপুর এলাকায় সংঘর্ষ হয়। পর সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে উজানগ্রাম এলাকায়। এতে দুই পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন। এ সময় দুই গ্রামের কমপক্ষে ৩০টি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ রানা জানান, এলাকায় গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে সংঘর্ষ হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে উভয় পক্ষের কেউ এখনো থানায় মামলা করেনি। মামলা করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শৈলকুপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে

বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজনের অবস্থান আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার বিষ্ণুদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মনোহরপুর ইউনিয়নের যুবদল নেতা জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিদ চৌধুরী ও শৈলকূপা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আবুল বাশার সাদাতের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

দুই দিন আগে বিষ্ণুদিয়া গ্রামে মসজিদের জমির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দুই নেতার ওই গ্রামের সমর্থকদের বাক-বিতন্ডা হয়। এরই জেরে সোমবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আহত হয় অন্তত উভয় পক্ষের ১০ জন।

শৈলকূপা থানা ওসি হুমায়ুন কবির মোল্ল্যা জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের মধ্যে ৫ জনকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সবাইকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে এক বছরে ৬ খুন, উদ্ধার ১০ মরদেহ

মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় গত এক বছরে আধিপত্য বিস্তার, পূর্বশত্রুতা, পারিবারিক বিরোধ, জমিজমা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও

মাদক সংশ্লিষ্ট বিরোধের জেরে অন্তত ৬ জন খুন হয়েছেন।

একই সময়ে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১০ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসব ঘটনায় সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে গাংনী উপজেলায়।

সূত্রে জানা গেছে, গত এক বছরে গাংনী উপজেলায় ৪টি এবং মেহেরপুর সদর উপজেলায় ২টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী উপজেলায় ৫টি, সদর উপজেলায় ৪টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ১টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা হাজিপাড়া মাঠের একটি পেঁপে বাগান থেকে তপন (২৮) নামের এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয়দের ধারণা, মাদক ব্যবসা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। নিহত তপন এক সন্তানের জনক।

এছাড়া গাংনীর ফতাইপুরে একটি তালাবদ্ধ কারখানার ভেতর থেকে কাঠমিস্ত্রি বিপ্লব হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার সঙ্গে থাকা দুই সহযোগী ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে।

কাজিপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী টলি খাতুন (৩৭) এর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে, যদিও স্বজনদের পক্ষ থেকে আত্মহত্যার দাবি করা হয়েছে। পুলিশ ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

এছাড়া বামুন্দি বাগানপাড়া, গোপালনগর মাঠ, ছাতিয়ান-বাদিয়াপাড়া মাঠসহ বিভিন্ন স্থান থেকে ঝুলন্ত ও অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামে রাজনৈতিক বিরোধের জেরে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে মফেজ আলী নামের এক কৃষক নিহত হন। এছাড়া আমঝুপি দক্ষিণপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে বড় ভাইয়ের আঘাতে ছোট ভাই বাপ্পি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

সদর উপজেলার পাটকেলপোতা, শোলমারি সীমান্ত ও বাজিতপুর সীমান্তসংলগ্ন এলাকা থেকে একাধিক ঝুলন্ত ও অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এসব ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মহত্যা ও দুর্ঘটনার আলামত পাওয়া গেছে।

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে আনুমানিক ৫০ বছর বয়সী এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এক বছরে ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড ও মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তারা দ্রুত অপরাধীদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০, বাড়ি-ঘর ভাংচুর

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। সেসময় ভাংচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ওই গ্রামের শাহাবুল মোল্লা ও হায়দার মন্ডলের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। সম্প্রতি দু-গ্রুপের মধ্যে বেশ কয়েকবার মারামারির ঘটনাও ঘটে।

এরই জের ধরে আজ বৃহস্পতিবার উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়। ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

‎ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]